২৯/০৪/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত গবেষণা নীতিমালা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অনুমোদিত গবেষণা অনুদান এর নীতিমালা-২০২৫:

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক)-এর অর্থায়নে এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় রিসার্চ সেলের উদ্যোগে প্রতি বছর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের গবেষণার নিমিত্তে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক 'গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা', গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও গবেষণা রিপোর্ট জমা দেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হবে:

১। প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য (বিমক থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে) শিক্ষকবৃন্দকে গবেষণার মেরিট বা মান অনুসারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

২। একই অর্থবছরে একজন গবেষক প্রধান গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ একটি এবং সহযোগী গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ একটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং পূর্বে মঞ্জুরিকৃত গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা না দেওয়া পর্যন্ত নতুন প্রকল্পের অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না কিংবা যোগ্য হলেও অর্থ ছাড় করা হবে না।

৩। এক বছরে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বার গবেষণা প্রকল্প আহবান করা হবে (মে-জুলাই) এবং গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদকাল হবে অনধিক ০১ (এক) বছর। গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে বরাদ্দ দেয়া হবে।

ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি ধরন	বরাদ্দকৃত টাকা
ক- ক্যাটাগরি	আন্তঃশাস্ত্রীয়/আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা (Interdisciplinary Research)	সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা
খ- ক্যাটাগরি	মাঠ কর্ম ও ল্যাব ভিত্তিক (Field and Lab Based)	সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা
গ- ক্যাটাগরি	শুধু ল্যাব ভিত্তিক (Lab Based)	সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা
ঘ- ক্যাটাগরি	মাঠ কর্ম (Field Based)	সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা
ঙ- ক্যাটাগরি	অন্যান্য (Others)	সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা

৪। নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে রিসার্চ সেল কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম্যাট অনুসরণপূর্বক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করতে হবে ঃ

(ক) গবেষক ও সহযোগী গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা (Researcher Name, Designation, Address)

(খ) গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research Proposal)

(গ) গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রেক্ষাপট (Short Description of the Research Problem, Background and Context of the Research)

(ঘ) গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale for the Proposed Research)

(ঙ) অনুকল্প/গবেষণা জিজ্ঞাসা (Hypotheses/Research Questions)

(চ) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

(ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো (Literature Review and Theoretical Framework)

(জ) গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

(ঝ) গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল এবং বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবদান (Expected Outcomes and Contribution of the Research in context of Bangladesh & Globe)

(ঞ) সময়সূচির ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা (Timeframe with Activity Plan)

(ট) সম্ভাব্য বিস্তারিত বাজেট (Tentative Detailed Budget)

৫। সম্ভাব্য বাজেটে নিম্নোক্ত হারে প্রাক্কলন করা যাবে এবং নিম্নোক্ত হার অনুযায়ী বিস্তারিত বাজেট প্রকল্প প্রস্তাবনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(ক) প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী পরিচালক উভয়ে সম্মানী প্রাপ্য হবেন। পরিচালক সম্মানী পাবেন মোট বাজেটের শতকরা ১৫% এবং সহযোগী পরিচালক সম্মানী পাবেন মোট বাজেটের শতকরা ৭%। তবে সম্মানী কোনভাবেই মূল বেতনের বেশি হবে না। মূল বেতন/সম্মানী যেটি কম হবে, সেটি প্রাপ্য হবেন। প্রকল্প প্রস্তাবে ০১ জন সহযোগী পরিচালক অবশ্যই রাখতে হবে।

(খ) গবেষণা প্রকল্পে গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেওয়া যাবে। গবেষণা সহকারীর সম্মানী হিসাবে প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের সর্বোচ্চ শতকরা ১৫% টাকা ব্যয় করা যাবে। গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিতে হবে।

(গ) মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণার আনুষঙ্গিক খরচাদি: (১) যাতায়াত (২) প্রশ্নপত্র ফটোকপি (৩) মাঠকর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সম্মানী (৪) গবেষণার উপকরণ ক্রয় (ল্যাব ব্যবহার্য উপকরণ, সফটওয়্যার, Secondary তথ্য ক্রয় (৫) তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে খরচাদি, গবেষণা উপকরণ সংগ্রহে আনুষঙ্গিক খরচাদি ইত্যাদি এবং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের জন্য আনুষঙ্গিক খরচাদি (কম্পিউটার কম্পোজ, বাইন্ডিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি)। তবে শুধু কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং, সাধারণ ছবি ধারণ, ডাটার বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে না।

ল্যাব ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয় খরচাদি: কেমিক্যাল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এনালাইটিক্যাল সার্ভিস ইত্যাদি এবং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের জন্য আনুষাঙ্গিক খরচাদি (কম্পিউটার কম্পোজ, বাইন্ডিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি)। তবে শুধু কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং, সাধারণ ছবি ধারণ, ডাটার বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে না। যে সব গবেষক মাঠকর্ম ও ল্যাবভিত্তিক তাতে উপর্যুক্ত উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়াদি খরচের খাতে উল্লেখ করা যাবে।

৬। গবেষণা কর্মের জন্য ক্রয়কৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতিন গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালককে তথা বিভাগের Store এ জমা দিয়ে Store Entry নিতে হবে এবং এগুলো বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৭। গবেষণা প্রকল্পের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের (বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট এর প্রধান কর্তৃক সুপারিশ) মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৮। গবেষণা অনুদানের আবেদনের সাথে কম্পিউটার কম্পোজকৃত ০১ (এক) কপি বাইন্ডিং করা গবেষণা প্রকল্প

প্রস্তাবনা জমা দিতে হবে (Plagiarism & AI Report সহ), Plagiarism এবং AI সম্পৃক্ততা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্পের একটি Soft Copy (ওয়ার্ড ও পিডিএফ) রিসার্চ সেলের ইমেইল projectsubmit.rc@office.nstu.edu.bd ঠিকানায় প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাদানের সময় অবশ্যই পাঠাতে হবে। জমাকৃত প্রত্যেক প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য একটি আইডি (ID) প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই আইডি (ID) ব্যবহার করতে হবে।

৯। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনার নির্ধারিত অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে গবেষকের নাম, ঠিকানা কিংবা প্রকল্পের আবেদনকারীকে শনাক্ত করা যায় এমন কোন তথ্য দেয়া যাবে না। উপর্যুক্ত তথ্যগুলো প্রচ্ছদ (Cover page) বা আবেদন পত্রের সাথে থাকতে পারে।

১০। গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবনা এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে Plagiarism ও AI Dependent Writing নিরীক্ষা করার পর গবেষণা প্রস্তাবনায় এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে যদি শতকরা ২৫% এর উর্ধ্বে Plagiarism চিহ্নিত হয় এবং AI Dependent Writing শতকরা ২০% এর অধিক চিহ্নিত হয় তাহলে ঐ প্রকল্প বাদ দেয়া হবে। চূড়ান্ত রিপোর্টের ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট পাঠানো হবে। Plagiarism Check করার সময় Title, Reference এবং Key terminology বাদ দিতে হবে। AI Dependent Writing শতকরা ২০% এর বেশি হলে প্রকল্প প্রস্তাবনা ও রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

১১। গবেষক কর্তৃক পেশকৃত গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন ০২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন করবেন। এ ব্যাপারে রিসার্চ সেল-এর কমিটির সভায় যাচাই-বাছাই করে নোবিপ্রবি কিংবা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে।

১২। প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা গোপন রেখে মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হবে। দুইজন প্রকল্প মূল্যায়নকারীর প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে শতকরা ২০% অথবা তার বেশি পার্থক্য হলে, তা ৩য় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে। প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিকটতম যদি ০২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় শতকরা ৬৫% এর কম হয়, তাহলে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোন গবেষণা অনুদান দেয়া হবেনা।

১৩। বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনী অনুযায়ী সংশোধন করার পর গবেষক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনায়/চূড়ান্ত রিপোর্টে কী কী সংশোধন ও সংযোজন করেছেন তার একটি বিবরণ (**Statement of responses to reviewers comments**) আলাদা কাগজে কম্পিউটার কম্পোজ করে সংযুক্ত করবেন, যাতে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সুবিধা হয়। এর সাথে **Revised Proposal/Revised Report** জমা দিতে হবে। সংশোধনী যাচাইকারী বিশেষজ্ঞ গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা/গবেষণা রিপোর্ট যাচাই করে রিসার্চ সেল কর্তৃক ইতিবাচক মতামত প্রদান করার পর অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। একজন গবেষক প্রধান গবেষক হিসেবে একই অর্থ বছরে সর্বোচ্চ একটি প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবেন এবং সহযোগী গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ একটি প্রকল্পে থাকতে পারবেন। সহযোগী গবেষককে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে এবং সহযোগী গবেষকের নাম গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার সময় উল্লেখ থাকতে হবে। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনার কাজ চলমান অবস্থায় সহযোগী গবেষক নিয়োগ করা যাবে না।

১৫। যৌথভাবে পেশকৃত গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প পাশ হওয়ার আগে প্রধান গবেষক শিক্ষা ছুটি বা অন্য কোন কাজে দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশ গেলে/অবস্থান করলে প্রকল্পের অর্থ অনুমোদন করা হবে না। ১ম কিস্তির টাকা উত্তোলনের পর যদি প্রধান গবেষক শিক্ষা ছুটি বা দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশ যেতে চান সেক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য সহযোগী গবেষককে লিখিতভাবে দায়িত্ব অর্পণ (Authorize) করার বিষয়টি রিসার্চ সেলের পরিচালক বরাবর আবেদন করে অবহিত করতে হবে। সহযোগী গবেষকও উক্ত গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিচালনা করার জন্য সম্মত আছেন মর্মে পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে। উক্ত সম্মতি পত্র পাওয়ার পর উক্ত প্রকল্পের ব্যাপারে রিসার্চ সেল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই ভাবে সহযোগী গবেষক ০২ (দুই) মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশে অবস্থান করলে প্রধান গবেষক Subject Related সহযোগী গবেষক প্রকল্পের কাজে নিয়োগ দিবেন এবং তা রিসার্চ সেলে অবহিত করবেন।

১৬। অনুদান প্রাপ্ত প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য একটি Grant number দেয়া হবে।

১৭। গবেষণা সমাপ্ত হলে চূড়ান্ত রিপোর্টের ১টি রিপোর্ট (Plagiarism ও AI Dependent Writing এর Report সহ) বাইন্ডিং করে জমা দিতে হবে এবং একটি Soft Copy (ওয়ার্ড ও পিডিএফ) রিসার্চ সেলের ইমেইল **projectreport.rc@office.nstu.edu.bd** ঠিকানায় পাঠাতে হবে। Plagiarism ও AI সম্পৃক্ততা যাচাই করার পর পেশকৃত রিপোর্টি মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে। বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট ইতিবাচক হলে (কিংবা কোন সংশোধনী থাকলে সংশোধন পূর্বক) গবেষক কর্তৃক আরো ২টি রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

১৮। গবেষক গবেষণালব্ধ ফলাফল স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে গবেষকদেরকে অবশ্যই সিমাগো (Schimago) র‍্যাংকিং-এর Q_1 থেকে Q_4 লেভেল-এর অথবা Scopus Indexed জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজিসহ যে সকল বিভাগের গবেষণা প্রকাশনাগুলো সিমাগো র‍্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত নয়, সে সকল বিভাগগুলোর স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনার মান রিসার্চ সেল কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটি যাচাই করবে।

১৯। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর উক্ত প্রজেক্টের গবেষণা কাজের উপর পাবলিকেশনের জন্য সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর সময় পাবেন। অর্থাৎ প্রথম গবেষণা Article/Book/Book chapter/Patent প্রকাশিত না হলেও তিনি পরবর্তী দুই বছর/দুইটি (০২) অনুদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারবেন এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে পুনরায় গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান পেতে পারেন। কিন্তু তৃতীয়বার আবেদন করলে প্রথম বারের গবেষণাসমূহ অবশ্যই Scopus Indexed জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে। যদি না হয় তবে ঐ শিক্ষক/গবেষক তৃতীয়বারে আর্থিক অনুদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

২০। গবেষণা রিপোর্ট ও চলমান গবেষণা প্রকল্পসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল এ অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের রিপোর্টের তালিকা (Abstract সহ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

২১। রিপোর্ট থেকে গবেষণার কোন অংশ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধের শেষে গবেষণা প্রকল্পটি 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদানে সম্পন্ন হয়েছে' মর্মে কৃতজ্ঞতা (Acknowledgement) স্বীকার করতে হবে। প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি Soft কপি রিসার্চ সেলে জমা দিতে হবে।

২২। গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর একক/যৌথভাবে স্ব-স্ব বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর একটি Research Findings Dissemination সেমিনারের আয়োজন করবে।

২৩। মঞ্জুরিকৃত অনুদানের টাকা ০২ (দুই) কিস্তিতে প্রদান করা হবে। পেশকৃত গবেষণা প্রকল্প কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে গবেষণার কাজের জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের প্রথম কিস্তি বাবদ শতকরা ৭০% টাকা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে যা রিসার্চ সেল ব্যাংক এডভাইজের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করবে। গবেষণা রিপোর্ট প্রদানের পর বিশেষজ্ঞ থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট প্রদান করা হলে সমস্ত সমন্বয় বিল জমা করলে চূড়ান্ত কিস্তির শতকরা ৩০% টাকা ছাড় করা হবে।

২৪। Award letter প্রাপ্তি/অর্থ ছাড়ের ০১ (এক) বছরের মধ্যে গবেষণা প্রকল্পের কাজ শেষ করে চূড়ান্ত রিপোর্ট (Technical ও Financial Report) রিসার্চ সেলে জমা দিবে এবং রিসার্চ সেল প্রকল্প ব্যয় বিবরণী(Financial Report) হিসাব পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে। আর্থিক রিপোর্টে প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী খরচের ভাউচার প্রচলিত নিয়মে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রদানপূর্বক প্রকল্পের ব্যয় বিল দিতে হবে। যদি কোনো গবেষক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বিল সমন্বয় ও চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত গবেষককে ৩০ দিনের সময় দিয়ে সর্বোচ্চ ২টি তাগিদপত্র দেয়া হবে। সর্বশেষ তাগিদপত্র প্রাপ্তির পরেও গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে ১ম কিস্তি বাবদ প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা গবেষকের মাসিক বেতন হতে ১০ (দশ) কিস্তিতে কেটে নেওয়ার জন্য হিসাব পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২৫। গবেষণা প্রকল্প জমা দেয়ার সময় আবেদনের সাথে এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে যে, প্রকল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক) বা অন্য কোনো সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদানে চলমান গবেষণার আংশিক/পূর্ণাঙ্গভাবেকৃত গবেষণার অংশবিশেষ নয়।

২৬। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে রিসার্চ সেল কর্তৃক গঠিত টিম প্রকল্প কার্যকম সরেজমিনে মনিটরিং-এর জন্য একবার (০১) ভিজিট করবেন।

২৭। প্রতি অর্থবছরে সম্পন্নকৃত গবেষণা রিপোর্টসমূহের একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট অর্থবছর শেষে কমিটির সভায় পেশ করা হবে।

২৮। ইউজিসি কর্তৃক শিক্ষকদের গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে সকল গবেষণা কার্যক্রম রিসার্চ সেলের অধীনে পরিচালিত হবে।

২৯। রিসার্চ সেল প্রয়োজনে নোবিপ্রবির জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট 'গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা ও গবেষণা প্রবন্ধ' আহবান করতে পারবেন।

৩০। কোনো গবেষণা প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় যদি পেটেন্টের সম্ভাবনা তৈরী হয় সেক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ সবোর্চ্চ ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটি পরবর্তী বছরের/বছর সমূহের জন্য 'বিশেষ' ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রযোজ্য অনুদান দেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

৩১। নোবিপ্রবির রিসার্চ সেলে যে কোনো বিষয়ে নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক
উপ-উপাচার্য, নোবিপ্রবি
আহবায়ক
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হানিফ
কোষাধ্যক্ষ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মহিনুজ্জামান
চেয়ারম্যান, ইএসডিএম বিভাগ,
নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক,রিসার্চ সেল, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. এমডি মাসুদুর রহমান
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ,
নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোঃ আশিকুর রহমান খান
চেয়ারম্যান, আইসিই বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

জনাব জি এম রাকিবুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান,
শিক্ষা প্রশাসন বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম মাসুদ
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

কৃষিবিদ ড. মোঃ গোলাম রব্বানী
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (রিসার্চ), রিসার্চ সেল
সদস্য সচিব
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

(চ) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

(ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো (Literature Review and Theoretical Framework)

(জ) গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

(ঝ) গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল এবং বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবদান (Expected Outcomes and Contribution of the Research in context of Bangladesh & Globe)

(ঞ) সময়সূচির ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা (Timeframe with Activity Plan)

(ট) সম্ভাব্য বিস্তারিত বাজেট (Tentative Detailed Budget)

৫। সম্ভাব্য বাজেটে নিম্নোক্ত হারে প্রাক্কলন করা যাবে এবং নিম্নোক্ত হার অনুযায়ী বিস্তারিত বাজেট প্রকল্প প্রস্তাবনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(ক) প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী পরিচালক উভয়ে সম্মানী প্রাপ্য হবেন। পরিচালক সম্মানী পাবেন মোট বাজেটের শতকরা ১৫% এবং সহযোগী পরিচালক সম্মানী পাবেন মোট বাজেটের শতকরা ৭%। তবে সম্মানী কোনভাবেই মূল বেতনের বেশি হবে না। মূল বেতন/সম্মানী যেটি কম হবে, সেটি প্রাপ্য হবেন। প্রকল্প প্রস্তাবে ০১ জন সহযোগী পরিচালক অবশ্যই রাখতে হবে।

(খ) গবেষণা প্রকল্পে গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেওয়া যাবে। গবেষণা সহকারীর সম্মানী হিসাবে প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের সর্বোচ্চ শতকরা ১৫% টাকা ব্যয় করা যাবে। গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিতে হবে।

(গ) মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণার আনুষঙ্গিক খরচাদি: (১) যাতায়াত (২) প্রশ্নপত্র ফটোকপি (৩) মাঠকর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সম্মানী (৪) গবেষণার উপকরণ ক্রয় (ল্যাব ব্যবহার্য উপকরণ, সফটওয়্যার, Secondary তথ্য ক্রয় (৫) তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে খরচাদি, গবেষণা উপকরণ সংগ্রহে আনুষঙ্গিক খরচাদি ইত্যাদি এবং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের জন্য আনুষঙ্গিক খরচাদি (কম্পিউটার কম্পোজ, বাইন্ডিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি)। তবে শুধু কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং, সাধারণ ছবি ধারণ, ডাটার বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে না।

ল্যাব ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয় খরচাদি: কেমিক্যাল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এনালাইটিক্যাল সার্ভিস ইত্যাদি এবং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের জন্য আনুষাঙ্গিক খরচাদি (কম্পিউটার কম্পোজ, বাইন্ডিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি)। তবে শুধু কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং, সাধারণ ছবি ধারণ, ডাটার বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে না। যে সব গবেষক মাঠকর্ম ও ল্যাবভিত্তিক তাতে উপর্যুক্ত উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়াদি খরচের খাতে উল্লেখ করা যাবে।

৬। গবেষণা কর্মের জন্য ক্রয়কৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতিন গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর বিভাগীয় সভাপতি/ ইনস্টিটিউটের পরিচালককে তথা বিভাগের Store এ জমা দিয়ে Store Entry নিতে হবে এবং এগুলো বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৭। গবেষণা প্রকল্পের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের (বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট এর প্রধান কর্তৃক সুপারিশ) মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৮। গবেষণা অনুদানের আবেদনের সাথে কম্পিউটার কম্পোজকৃত ০১ (এক) কপি বাইন্ডিং করা গবেষণা প্রকল্প

প্রস্তাবনা জমা দিতে হবে (Plagiarism & AI Report সহ), Plagiarism এবং AI সম্পৃক্ততা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্পের একটি Soft Copy (ওয়ার্ড ও পিডিএফ) রিসার্চ সেলের ইমেইল projectsubmit.rc@office.nstu.edu.bd ঠিকানায় প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাদানের সময় অবশ্যই পাঠাতে হবে। জমাকৃত প্রত্যেক প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য একটি আইডি (ID) প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই আইডি (ID) ব্যবহার করতে হবে।

৯। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনার নির্ধারিত অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে গবেষকের নাম, ঠিকানা কিংবা প্রকল্পের আবেদনকারীকে শনাক্ত করা যায় এমন কোন তথ্য দেয়া যাবে না। উপর্যুক্ত তথ্যগুলো প্রচ্ছদ (Cover page) বা আবেদন পত্রের সাথে থাকতে পারে।

১০। গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবনা এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে Plagiarism ও AI Dependent Writing নিরীক্ষা করার পর গবেষণা প্রস্তাবনায় এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে যদি শতকরা ২৫% এর উর্ধ্বে Plagiarism চিহ্নিত হয় এবং AI Dependent Writing শতকরা ২০% এর অধিক চিহ্নিত হয় তাহলে ঐ প্রকল্প বাদ দেয়া হবে। চূড়ান্ত রিপোর্টের ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট পাঠানো হবে। Plagiarism Check করার সময় Title, Reference এবং Key terminology বাদ দিতে হবে। AI Dependent Writing শতকরা ২০% এর বেশি হলে প্রকল্প প্রস্তাবনা ও রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

১১। গবেষক কর্তৃক পেশকৃত গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন ০২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন করবেন। এ ব্যাপারে রিসার্চ সেল-এর কমিটির সভায় যাচাই-বাছাই করে নোবিপ্রবি কিংবা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে।

১২। প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা গোপন রেখে মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হবে। দুইজন প্রকল্প মূল্যায়নকারীর প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে শতকরা ২০% অথবা তার বেশি পার্থক্য হলে, তা ৩য় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে। প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিকটতম যদি ০২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় শতকরা ৬৫% এর কম হয়, তাহলে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোন গবেষণা অনুদান দেয়া হবেনা।

১৩। বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনী অনুযায়ী সংশোধন করার পর গবেষক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনায়/চূড়ান্ত রিপোর্টে কী কী সংশোধন ও সংযোজন করেছেন তার একটি বিবরণ (**Statement of responses to reviewers comments)** আলাদা কাগজে কম্পিউটার কম্পোজ করে সংযুক্ত করবেন, যাতে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সুবিধা হয়। এর সাথে **Revised Proposal/Revised Report** জমা দিতে হবে। সংশোধনী যাচাইকারী বিশেষজ্ঞ গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা/গবেষণা রিপোর্ট যাচাই করে রিসার্চ সেল কর্তৃক ইতিবাচক মতামত প্রদান করার পর অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। একজন গবেষক প্রধান গবেষক হিসেবে একই অর্থ বছরে সর্বোচ্চ একটি প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবেন এবং সহযোগী গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ একটি প্রকল্পে থাকতে পারবেন। সহযোগী গবেষককে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে এবং সহযোগী গবেষকের নাম গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার সময় উল্লেখ থাকতে হবে। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনার কাজ চলমান অবস্থায় সহযোগী গবেষক নিয়োগ করা যাবে না।

১৫। যৌথভাবে পেশকৃত গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প পাশ হওয়ার আগে প্রধান গবেষক শিক্ষা ছুটি বা অন্য কোন কাজে দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশ গেলে/অবস্থান করলে প্রকল্পের অর্থ অনুমোদন করা হবে না। ১ম কিস্তির টাকা উত্তোলনের পর যদি প্রধান গবেষক শিক্ষা ছুটি বা দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশ যেতে চান সেক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য সহযোগী গবেষককে লিখিতভাবে দায়িত্ব অর্পণ (Authorize) করার বিষয়টি রিসার্চ সেলের পরিচালক বরাবর আবেদন করে অবহিত করতে হবে। সহযোগী গবেষকও উক্ত গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিচালনা করার জন্য সম্মত আছেন মর্মে পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে। উক্ত সম্মতি পত্র পাওয়ার পর উক্ত প্রকল্পের ব্যাপারে রিসার্চ সেল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই ভাবে সহযোগী গবেষক ০২ (দুই) মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদেশে অবস্থান করলে প্রধান গবেষক Subject Related সহযোগী গবেষক প্রকল্পের কাজে নিয়োগ দিবেন এবং তা রিসার্চ সেলে অবহিত করবেন।

১৬। অনুদান প্রাপ্ত প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য একটি Grant number দেয়া হবে।

১৭। গবেষণা সমাপ্ত হলে চূড়ান্ত রিপোর্টের ১টি রিপোর্ট (Plagiarism ও AI Dependent Writing এর Report সহ) বাইন্ডিং করে জমা দিতে হবে এবং একটি Soft Copy (ওয়ার্ড ও পিডিএফ) রিসার্চ সেলের ইমেইল **projectreport.rc@office.nstu.edu.bd** ঠিকানায় পাঠাতে হবে। Plagiarism ও AI সম্পৃক্ততা যাচাই করার পর পেশকৃত রিপোর্টি মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হবে। বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট ইতিবাচক হলে (কিংবা কোন সংশোধনী থাকলে সংশোধন পূর্বক) গবেষক কর্তৃক আরো ২টি রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

১৮। গবেষক গবেষণালব্ধ ফলাফল স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে গবেষকদেরকে অবশ্যই সিমাগো (Schimago) র‍্যাংকিং-এর Q_1 থেকে Q_4 লেভেল-এর অথবা Scopus Indexed জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজিসহ যে সকল বিভাগের গবেষণা প্রকাশনাগুলো সিমাগো র‍্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত নয়, সে সকল বিভাগগুলোর স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনার মান রিসার্চ সেল কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটি যাচাই করবে।

১৯। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর উক্ত প্রজেক্টের গবেষণা কাজের উপর পাবলিকেশনের জন্য সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর সময় পাবেন। অর্থাৎ প্রথম গবেষণা Article/Book/Book chapter/Patent প্রকাশিত না হলেও তিনি পরবর্তী দুই বছর/দুইটি (০২) অনুদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারবেন এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে পুনরায় গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান পেতে পারেন। কিন্তু তৃতীয়বার আবেদন করলে প্রথম বারের গবেষণাসমূহ অবশ্যই Scopus Indexed জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে। যদি না হয় তবে ঐ শিক্ষক/গবেষক তৃতীয়বারে আর্থিক অনুদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

২০। গবেষণা রিপোর্ট ও চলমান গবেষণা প্রকল্পসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল এ অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের রিপোর্টের তালিকা (Abstract সহ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

২১। রিপোর্ট থেকে গবেষণার কোন অংশ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধের শেষে গবেষণা প্রকল্পটি 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদানে সম্পন্ন হয়েছে' মর্মে কৃতজ্ঞতা (Acknowledgement) স্বীকার করতে হবে। প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি Soft কপি রিসার্চ সেলে জমা দিতে হবে।

২২। গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর একক/যৌথভাবে স্ব-স্ব বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর একটি Research Findings Dissemination সেমিনারের আয়োজন করবে।

২৩। মঞ্জুরিকৃত অনুদানের টাকা ০২ (দুই) কিস্তিতে প্রদান করা হবে। পেশকৃত গবেষণা প্রকল্প কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে গবেষণার কাজের জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের প্রথম কিস্তি বাবদ শতকরা ৭০% টাকা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে যা রিসার্চ সেল ব্যাংক এডভাইজের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করবে। গবেষণা রিপোর্ট প্রদানের পর বিশেষজ্ঞ থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট প্রদান করা হলে সমস্ত সমন্বয় বিল জমা করলে চূড়ান্ত কিস্তির শতকরা ৩০% টাকা ছাড় করা হবে।

২৪। Award letter প্রাপ্তি/অর্থ ছাড়ের ০১ (এক) বছরের মধ্যে গবেষণা প্রকল্পের কাজ শেষ করে চূড়ান্ত রিপোর্ট (Technical ও Financial Report) রিসার্চ সেলে জমা দিবে এবং রিসার্চ সেল প্রকল্প ব্যয় বিবরণী(Financial Report) হিসাব পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে। আর্থিক রিপোর্টে প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী খরচের ভাউচার প্রচলিত নিয়মে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রদানপূর্বক প্রকল্পের ব্যয় বিল দিতে হবে। যদি কোনো গবেষক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বিল সমন্বয় ও চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত গবেষককে ৩০ দিনের সময় দিয়ে সর্বোচ্চ ২টি তাগিদপত্র দেয়া হবে। সর্বশেষ তাগিদপত্র প্রাপ্তির পরেও গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে ১ম কিস্তি বাবদ প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা গবেষকের মাসিক বেতন হতে ১০ (দশ) কিস্তিতে কেটে নেওয়ার জন্য হিসাব পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২৫। গবেষণা প্রকল্প জমা দেয়ার সময় আবেদনের সাথে এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে যে, প্রকল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক) বা অন্য কোনো সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদানে চলমান গবেষণার আংশিক/ পূর্ণাঙ্গভাবেকৃত গবেষণার অংশবিশেষ নয়।

২৬। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে রিসার্চ সেল কর্তৃক গঠিত টিম প্রকল্প কার্যকম সরেজমিনে মনিটরিং-এর জন্য একবার (০১) ভিজিট করবেন।

২৭। প্রতি অর্থবছরে সম্পন্নকৃত গবেষণা রিপোর্টসমূহের একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট অর্থবছর শেষে কমিটির সভায় পেশ করা হবে।

২৮। ইউজিসি কর্তৃক শিক্ষকদের গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে সকল গবেষণা কার্যক্রম রিসার্চ সেলের অধীনে পরিচালিত হবে।

২৯। রিসার্চ সেল প্রয়োজনে নোবিপ্রবির জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট 'গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা ও গবেষণা প্রবন্ধ' আহবান করতে পারবেন।

৩০। কোনো গবেষণা প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় যদি পেটেন্টের সম্ভাবনা তৈরী হয় সেক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ সবোর্চ্চ ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটি পরবর্তী বছরের/বছর সমূহের জন্য 'বিশেষ' ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রযোজ্য অনুদান দেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যাই উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

৩১। নোবিপ্রবির রিসার্চ সেলে যে কোনো বিষয়ে নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক
উপ-উপাচার্য, নোবিপ্রবি
আহবায়ক
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হানিফ
কোষাধ্যক্ষ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মহিনুজ্জামান
চেয়ারম্যান, ইএসডিএম বিভাগ,
নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক,রিসার্চ সেল, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. এমডি মাসুদুর রহমান
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ,
নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোঃ আশিকুর রহমান খান
চেয়ারম্যান, আইসিই বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

জনাব জি এম রাকিবুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান,
শিক্ষা প্রশাসন বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম মাসুদ
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, নোবিপ্রবি
সদস্য
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি

কৃষিবিদ ড. মোঃ গোলাম রব্বানী
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (রিসার্চ), রিসার্চ সেল
সদস্য সচিব
সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটি, নোবিপ্রবি